হে ঈশ্বর !

জাগ্রত মমতায় ব্যাকুলিত আকাঙ্ক্ষায়
এই প্রৌঢ়ে তোমায় বরণ।
তুমি শাশ্বত, হৃদয়ে নিভৃত
তোমার চিন্তায়, যথার্থ নিষ্ঠায়, যতো ক্লেশ আমার, হয় গো হরণ!

তোমার এইটুকু পরিচয়ে
আমার মানসিক ব্যক্তিত্ব পূর্ণ হোক অনন্তে
জলধির অতীত
পুঞ্জ পুঞ্জ বরফে ঢাকা দিগন্তে-

কিম্বা শীতলতা পোহালে যথান্তে
জ্ঞানের তাপে জল হোয়ে বিস্তৃত ব্যপ্ত প্রান্তে-
অন্তরমুখী মনের অনন্তে
ছেয়ে যাক প্রসারিত দিগন্তে।

আমি ভাবি অন্তরের এই বোধই পরিপক্ক জীবন
যৌবনে তখন, কখনো এমন কখনো তেমন।
বস্তুতঃ তখন অঙ্কুরিত হয় একই পর্বের বিভিন্ন প্রকাশ
দফায় দফায় যার ক্রমবিকাশ।

এখন প্রৌঢ়ে পারগতা দেখাতে চাই নে
নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করি নে।
নতুন আকাঙ্ক্ষায় অবিরত ব্যস্ত থাকিনে
এখন অযথা সফলতার পাল্লা দিই নে।

বোধহয় তাই আনন্দে আছি
শান্তি আছে মনে
অযথা সঞ্চয়ের কিম্বা প্রভূত প্রতিপত্তির বাসনা নেই
অতিরিক্ত এ বৈভবের আর প্রয়োজনই বা কোথায় ?

এখন মনন করে মন
কথা ফোটার বাঁকে
তাই শত্রুতা জন্মায় না নতুন ক'রে
কদাপি বাক্য-বাহুল্যতার ফাঁকে।

এখনকার নতুন স্বপ্ন চোখের পাতায় রেখে
ঘুমোনো যায় না-অস্বস্থিতে হৃদয় কেবলই দোলে।
স্বপ্ন ধুয়ে যেতে পারে সামান্য চোখের জলে-
তোমায় নিয়ে স্বপ্ন তাই হৃদয়ে রাখি মেলে।

এখন অহমের আড়ম্বর নেই
যা কিছু দেখি বা পাই সে সব ভালই লাগে তাই
এমন করে কেন তুমি যৌবনে এলে না ?
বার্ধক্যের সময়টুকুতে এই আবদার, হে ঈশ্বর, আমায় ছেড়ে যেয়ো না !